সমকাল

তারিখ 05 MAR 2014
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৩ ...

ভুয়া সনদে এমপিওভুক্তি অপরাধীর শাস্তি কাম্য

শিক্ষা বিভাগকে কি দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে না? মঙ্গলবার সমকালে 'ভুয়া নিবন্ধন সনদে শত শত শিক্ষক এমপিওভুক্ত' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পর যে কোনো নাগরিকের মনেই এ ধরনের প্রশ্নের উদয় হতে পারে। মন্ত্রণালয় থেকে অধিদফতর পর্যন্ত বিস্তৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা দুর্নীতির নেটওয়ার্কের ব্যাপারে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ পেলেও এদের বিরুদ্ধে কদাচিৎ ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়। উচ্চপর্যায় পর্যন্ত জাল বিস্তৃত থাকার কারণে অপরাধীরা পার পেয়ে যেতে পারছে, ভাবাটা অসঙ্গত নয়। অথচ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় প্রতারণা ও দুর্নীতি জড়িয়ে থাকাটা উন্নত জাতি গঠনের মহান উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। প্রতারণার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া অদক্ষ ও অসৎ ব্যক্তিরা শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার সুযোগ পেয়ে শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদান এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কোনো ফল উপহার দিতে পারেন কি? কারও কারও নিজেদের শিক্ষা সনদটিই হয়তো ভুয়া বা যারা শিক্ষক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন, অথচ ভুয়া সনদে এমপিওভুক্ত হয়েছেন, তাদের শিক্ষক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া এই মহান পেশার ওপর কলঙ্কতিলক এঁকে দেওয়ার শামিল। প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু প্রতারণা ও দুর্নীতির উল্লেখ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কারা এই অপতৎপরতার সঙ্গে জড়িত, সে ব্যাপারেও ইঙ্গিত রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) নিজস্ব তদন্ত অনুযায়ী গত বছরের ১৯ ও ২০ মে মাত্র দু'দিন ছাড় করা এমপিওভুক্তিতে অন্তত ২৮৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীর অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর সঙ্গে শিক্ষা ভবনের কর্মচারীসহ সংঘবদ্ধ চক্রের উপস্থিতিও শনাক্ত করে তদন্ত কমিটি। সে সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কারও কারও এর সঙ্গে সম্পৃক্তির অভিযোগ ওঠে। মাউশি দীর্ঘ তদন্ত শেষে ১০ জন কর্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। কিন্তু তাদের প্রতিবেদনে কোনো কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত না করাটা নিশ্চয়ই নানা সন্দেহের জন্ম দিয়ে থাকবে। অবশ্য ভুয়া সনদে এমপিওভুক্ত হওয়া কিছু শিক্ষক-কর্মচারীকে শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে এখনও ভুয়া সনদে এমপিওভুক্ত হওয়া অনেক শিক্ষক-কর্মচারী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত রয়েছেন তা তো সমকালের প্রতিবেদনেই স্পষ্ট। আমরা এসব শিক্ষক নামধারী প্রতারককে দ্রুত চিহ্নিত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া এবং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার আহ্বান জানাই।